কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার ঃ ইসলামী পরিপ্রেক্ষিত

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক*

*[**সারসংক্ষেপ** ঃ বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেসব সমস্যা ক্রমশ ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে তন্মধ্যে কিশোর অপরাধ অন্যতম। বর্তমান সময়ে কিশোরদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, হত্যা, মাদকসেবন, ইভটিজিংসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। কিশোরদের এহেন অনৈতিক ও চরিত্র-বিধ্বংসী কাজ সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, আইনবিদ, রাজনীতিবিদ ও সুশীলসমাজকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে এবং তারা একে জাতির জন্য অশনিসংকেত মনে করছেন। এ সর্বনাশা ছোবল থেকে কিশোর সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা। এ প্রবন্ধে কিশোর বয়স, কিশোর অপরাধ এবং অপরাধ এর সংজ্ঞা প্রদান করত কিশোর অপরাধের কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। অতঃপর কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা উপস্থাপন করে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষে একটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে।]*

ভূমিকা ঃ মহান আল্লাহ মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা। তিনি আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে অসংখ্য নারী ও পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে নিয়ামত স্বরূপ সন্তান দান করেছেন। এরা আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। তাদের এ বেড়ে ওঠা আমাদের জন্য যেমন আনন্দদায়ক ও নয়নপ্রীতিকর তদ্রূপ কখনো কখনো উৎকণ্ঠার কারণও। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার কারণে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তারা অপরাধজগতে ঢুকে পড়ে। বিশেষত তারা যখন কিশোর বয়সে উপনীত হয় এবং অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে তখন সমাজচিন্তকদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। সুতরাং তাদের অপরাধ জগতে প্রবেশের কারণ চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। অত্র প্রবন্ধে এ বিষয়টিই তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ ঃ কিশোর, বয়স, অপরাধ, ইভটিজিং, ইসলাম, সগীরা, কবীরা।

উদ্দেশ্য ঃ চরম নৈতিক অবক্ষয়ের বর্তমান এ সময়ে কিশোরসমাজ বিচিত্র ধরনের অপরাধে ব্যাপকহারে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে তারা যেমন নিজেদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে তদ্রূপ জাতির সর্বনাশ ডেকে আনছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে কীভাবে এ ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে তুলে এনে সুনাগরিক এবং জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী করে তোলা যায় সেবিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশেই এ প্রবন্ধ রচনা।

যৌক্তিকতা ঃ কিশোরসমাজ আমাদের প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের চালিকাশক্তি। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সর্বগ্রাসী ধ্বংসের অতল গহীনে তলিয়ে যাওয়ার পূর্বেই যে কোনো মূল্যে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করে দিকনির্দেশনা প্রদান করা একান্তভাবে যৌক্তিক।

* অধ্যাপক (ইসলামিক স্টাডিজ), এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পদ্ধতি ঃ প্রবন্ধটি সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ, সমাজচিন্তকদের যুক্তিপূর্ণ অভিমত এবং কুরআন-হাদীসের বর্ণনার আলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

কিশোর এর বয়স

অপরাধের সাথে বয়সের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বয়সের তারতম্য অনুসারে সাধারণ অপরাধী ও কিশোর অপরাধীর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। শৈশবের শেষ ও যৌবন শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কে কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়। উল্লেখ্য যে, কিশোর বয়সের পৃথক কোনো সীমা বেধে দেওয়া হয়নি, তবে শিশু-কিশোরের বয়স একই সময়সীমার মধ্যে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাই আমরা দেখি, ইংরেজি Teens বলতে **১৩** থেকে **১৯** বছর পর্যন্ত বয়সসীমা বোঝায় (The years of one's age from thirteen to ninteen) (Payar, 2010:704)। আর এ বয়সকে কিশোর বয়স হিসেবে ধরা হয়।

তবে সুনির্দিষ্টভাবে কত বছর বয়সসীমা পর্যন্ত কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধকে কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে তা নির্ভর করে সেই দেশের অপরাধ আইনের ওপর। যেমন-জাতিসংঘ সনদের ধারা : **১**-এ **১৮** বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানবসন্তানকে শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে (মনজুরুল, **১৯৯৭** : ৯)। তাই **১৮** বছরের নিচে প্রতিটি মানবসন্তানই শিশু, যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় **১৮** বছরের আগে শিশুকে সাবালক হিসেবে বিবেচনা করা হয় (ক্লাস্টার, **১৯৯২**:৮)।

কিশোর অপরাধ

মানবজীবনে কৈশোরকাল নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ সময়টি আইন ও বাধা-বিঘ্ন না মানার বয়স। এ সময় কিশোররা অস্থির মনে অনেক কিছু ভাবে। সংক্ষেপে বলা যায়, যে সব কাজ প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত হলে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় সে ধরনের প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী কাজ কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত হলে সেটিকে কিশোর অপরাধ বলা হয় (সাদেক, **১৯৮৯**:**৩১**)।

অপরাধবিজ্ঞানী ক্যাভান ও ফারদিন্যান্ড এর মতে, "সমাজ কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রদর্শনে কিশোরদের ব্যর্থতাই কিশোর অপরাধ" (ঘোষাল, **১৯৯৯**:**১২২**)।

পি ডাব্লু তাপ্পন কিশোর অপরাধীর চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন ঃ

(ক) যার বৃত্তি, আচরণ, পরিবেশ তার নিজস্ব কল্যাণকর পথে ক্ষতিকর ;
(খ) যে অবাধ্য কিংবা যে তার পিতামাতা বা অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ;
(সঃ) স্বেচ্ছায় যে স্কুল পালায় কিংবা সেখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং
(ঘ) যে রাষ্ট্রিক আইন পৌরবিধি বহির্ভূত কাজ করে (Tappan, 1949:17)।

অপরাধ এর সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বলা যায়, অপরাধ বলতে এমন সব সমাজবিরোধী বেআইনী কাজ বোঝায় যা ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। এধরনের কাজ যাদের দ্বারা সংঘটিত হয় সমাজবিজ্ঞানীগণ তাদের অপরাধী হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রচলিত আইনের পরিভাষায় ঃ Offence for which one may be punnisment by law. (Cowie, 1989:282)

The wrong causing such violation is called Crime or Zarima or Masiah (Qadri, 1986:286-287).

আভিধানিক অর্থ

অপরাধ এর আরবি প্রতিশব্দ আল-জারীমা (الجريمة)। এর বহুবচন আল-জারাইম (الجرائم)। এর আভিধানিক অর্থ অপরাধ, আইনবিরোধী কাজ ইত্যাদি (মাদকুর, ১৯৭২:১৩৯)। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Crime, Offence (Cowie, 1989:282).

পারিভাষিক অর্থ

الجرائم فى الشريعة الاسلامية بأنها محظورات شرعية زجره الله عنها بحد أو تعزير-

আল-জারীমা (الجريمة) ঃ অপরাধ বলতে শরীয়তের এমন আদেশ ও নিষেধ বোঝায় যা লঙ্ঘন করলে হাদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) অথবা তাযীর (দণ্ডবিধি) প্রযোজ্য হয় এবং তা একজন অপরাধ যার কারণে মহান আল্লাহ ধমক দিয়েছেন (আল-মাওয়ার্দী, ১৯৭৩:২১৯)।

শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ লঙ্ঘন বলতে বোঝায় এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যা করতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে এবং এমন কাজ ত্যাগ করা যা করতে শরীয়তে আদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব এমন প্রতিটি কাজে লিপ্ত হওয়াই অপরাধ,শরীয়তে যা নিষেধ করা হয়েছে এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে তাতে লিপ্ত হলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে এমন প্রতিটি কাজ না করা অপরাধ, শরীয়ত যা করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং না করলে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করেছে (আওদা, ২০০৩ : ৬৬)।

অপরাধ এর শ্রেণিবিভাগ

ইসলামী আইনে অপরাধকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে -

(১) ছোট (সগীরা)
(২) বড়, গুরুতর (কবীরা)

যেমন মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً

"তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করবো" (আল-কুরআন, ৪:৩১)।

এ আয়াতে কাবায়ির ও সায়্যিয়াত দুই প্রকার গুনাহের কথা বলা হয়েছে। আর তাহলো কবীরা (Major crime) ও সগীরা (Minor crime)। কবীরা গুনাহ তাওবা দ্বারা মোচন হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণীঃ

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"তবে যদি এরপর তারা তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে নেয়,তাহলে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (আল-কুরআন, ২৪:৫)।

কবীরা ঐ গুনাহকে বলা হয়,যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং যা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। এ ছাড়াও এর পরিণামে আযাব ও অভিশাপ নাযিলের কথা বলা হয়েছে (আত-তাফ্‌তাজানী, ১৯৮২: ১০৪)।

কোন কোন কবীরা গুনাহ তাওবা দ্বারা ক্ষমা করা হয়। আবার কিছু সংখ্যক কবীরা গুনাহ্ আছে এমন যেগুলো রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর জন্য নির্দিষ্ট দণ্ড ভোগ করতে হয়। আবার কিছু সংখ্যক এমন আছে, যা কিসাস ও কাফ্ফারা উভয় দিয়ে প্রতিবিধান করা যায় (তাব্বারা, ১৯৮৩ : ১২-১৩)।

আর সগীরা-এর অপরাধ হুদুদ বা বিধিবদ্ধ দণ্ড দ্বারা কার্যকর করা বিধিসম্মত নয়। তবে সগীরা গুনাহ বারবার করতে থাকলে কবীরা গুনাহে পরিণত হয় এবং তা নেক কাজ দ্বারা কাফ্ফারা হয়ে যায় (উলওয়ান, ১৯৮১:১৭১)। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ٱلۡحَسَنَاتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

"সৎকাজ অবশ্যই অসৎকাজ মিটিয়ে দেয়"... (আল-কুরআন, ১১ : ১১৪)।

কোন কোন ইসলামী আইনবিদের মতে শাস্তির মাত্রার দিক থেকে অপরাধ তিন প্রকার। যথা-

(ক) হাদ্দ এর আওতাভুক্ত অপরাধ ঃ যে অপরাধের জন্য হাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, মদপান, চুরি, ডাকাতি, বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগ ইত্যাদি।

(খ) কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধঃ যেসব অপরাধের জন্য কিসাস (মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গহানি) অথবা দিয়াত (রক্তপণ) নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, ভুলজনিত হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি সাধনের অপরাধসমূহ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

(সঃ) তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধঃ উপরে বর্ণিত অপরাধসমূহ ব্যতীত অন্য সকল অপরাধ এ শ্রেণিভুক্ত। এ শ্রেণির অপরাধের শাস্তি শরীয়তে নির্ধারণ করা হয়নি। বরং শাস্তি নির্ধারণের বিষয়টি সরকার বা সরকারের প্রতিনিধির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, 'ক' এ বর্ণিত অপরাধসমূহের শাস্তি রহিত করা যায় না, এমনকি বিচারক কিংবা বাদী কেউই তা ক্ষমা করতে পারে না (আওদা, ২০০৩:৮০)। 'খ' এ বর্ণিত অপরাধসমূহের শাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার ওয়ারিসগণ দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণের বিনিময়ে ক্ষমা করতে পারে, এমনকি দিয়াতও ক্ষমা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তি থেকে রেহাই পাবে (আওদা, ২০০৩:৮১)। 'গ' এ বর্ণিত অপরাধের সংখ্যা 'ক' ও 'খ' এ উল্লেখিত অপরাধসমূহের ন্যায় সীমিত নয়। এ ক্ষেত্রে সরকার বা বিচারক অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেন। তবে এই ক্ষমা আইনগতভাবে তখনই কার্যকর হবে যদি তার ক্ষমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তপক্ষের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিও অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারে। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ বিচারক ক্ষমা করতে পারেন না (আওদা, ২০০৩:৮২)।

কোন কোন অপরাধবিজ্ঞানী অপরাধকে জঘন্য ও সাধারণ-এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাই যে অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা দীর্ঘ মেয়াদী কারাবরণ সেগুলোকে জঘন্য অপরাধ বলা হয়। আর যেসব অপরাধের জন্য জরিমানা প্রদান বা স্বল্পকালীন সময় কারাবরণ করতে হয় সেগুলোকে সাধারণ অপরাধ বলা হয় (সাদেক, ১৯৮৯:৪৭)।

কিশোর অপরাধীদের শ্রেণিবিভাগ

সমাজবিজ্ঞানীগণ কিশোর অপরাধীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন । যেমন -

দুর্বোধ্যমনস্ক ঃ ইংরেজিতে একে problem boy বলা হয়। অনেক কিশোর-কিশোরী এমন আছে যে, তারা কী চায় তা তারা নিজেরাই জানে না এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও স্পষ্ট নয়। তাই কোনো কাজই তাদের ভালো লাগে না। এককথায় তাদেরকে দুর্বোধ্যমনস্ক বলা হয়।

একরোখা ঃ এ শ্রেণির কিশোর-কিশোরী এমন হয় যে, তারা লক্ষ্য ও পথ পরিবর্তন করতে চায় না এবং তারা সবকিছু তাৎক্ষণিক পেতে চায়। কিন্তু কোনো কারণে তা পেতে অসমর্থ হলে তাদের ভাবাবেগ নষ্ট হয় এবং তাদের মাঝে নৈরাশ্যভাব সৃষ্টি হয়।

অপরাধমুখী ঃ অপরাধমুখী কিশোরদের মাঝে অপরাধপ্রবণতা বেশি থাকে। তারা সুযোগ পেলেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাদের অপরাধ প্রতিরোধ সম্পর্কীয় স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল।

নেতৃত্ববিলাসী ঃ এরা অত্যন্ত নেতৃত্ববিলাসী হয়ে থাকে। এদের কেউ কেউ এজন্য নিজেদের মধ্যে মারপিট করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু তাদের সবার মাঝে নেতৃত্বের গুণ থাকে না (সালাম, ১৯৮৯:১১৭)।

আরো একদল কিশোর-কিশোরী আছে যারা কখনো কখনো পিতামাতার কারণে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। যেমন-

(ক) কিছু সংখ্যক পিতামাতা এমন আছেন যারা সন্তানকে দেখাশূনা না করে সংসার থেকে পালিয়ে যান। ফলে সন্তান তাদের অপত্য স্নেহ ও মায়ামমতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের দেখভাল করার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে তারা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। (খ) এরা সন্তানকে পাপাচারের মাঝে রেখে প্রতিপালন করে। আবার কখনো সন্তানের সহায়তায় তারা পাপ কাজ করে। যেমন-কিছু সংখ্যক পিতামাতা অবৈধ পণ্য বেচাকেনার কাজে সন্তানদের ব্যবহার করে। (সঃ) কিছু সংখ্যক পিতামাতা সন্তানের সামনে অবাধে নানা ধরনের অসামাজিক কাজ করে এবং সন্তানকেও অসামাজিক কাজে সহায়তা করে।

আধুনিকালে বিশেষত শহর এলাকায় দেখা যায়, কিছু সংখ্যক পিতামাতা উভয়ে চাকরি ও ব্যবসাসহ নানাবিধ কাজে দীর্ঘ সময় ঘরের বাইরে কাটান। ফলে সন্তান-সন্ততি তাদের স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং আচরণিক ক্ষেত্রে তারা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কখনো বিবাহ বিচ্ছেদজনিত কারণে কিশোর তার পিতা অথবা মাতাকে আবার কখনো উভয়কে হারায়। এর ফলে তারা মূলত অভিভাবকের স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এর ফলে সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এসব কারণে তারা সহসা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে (ভূঁইয়া, ২০০৯:১০৩)।

কিশোর অপরাধের কারণ

কিশোরদের অপরাধী হয়ে ওঠার পেছনে অনেক কারণ নিহিত আছে । কয়েকটি বড় কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলো -

(১) মনস্তাত্ত্বিক ঃ বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসহনশীল ও ভীষণভাবে আবেগপ্রবণ থাকে। এ আবেগে ছেদ পড়লে তারা তা সহজে মেনে নিতে পারে না। ফলে তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। এটা নিঃসন্দেহে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়।

(২) অবহেলাজনিত ঃ কিশোর-কিশোরীদের অনেক কিছু সঠিকভাবে শেখানো হয় না। ফলে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তারা অসচেতন থেকে যায়। জীবনে অনেক কাম্য বস্তুও যে কখনো কখনো পাওয়া

যায় না এবং এ না পাওয়াটাও যে স্বাভাবিক তা তাদের শেখানো হয় না। এটা এক ধরনের অবহেলা বটে। এর ফলে তারা অপরাধজগতে ঢুকে পড়ে।

(৩) মিথ্যা বলার প্রবণতা ঃ পিতামাতার মতের অমিল ও বাসা-বাড়িতে অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠলে কিশোর-কিশোরীরা কখনো কখনো মিথ্যা কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করে। ফলে তাদের সত্য ও মিথ্যার মাঝে ভেদ রেখাটি ক্রমশ মুছে যেতে থাকে। এভাবে তাদের মাঝে মিথ্যা বলার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকায় তারা অপরাধ করেও মিথ্যা বলে পার পেয়ে যায়।

(৪) ধরাবাধা জীবন ঃ অতি অল্প বয়স থেকে কিশোরদেরকে একটা যান্ত্রিক রুটিনের আওতায় নিয়ে আসা হয়। তারা যেন খাঁচায় আবদ্ধ পাখির ন্যায়। সে স্বাধীনভাবে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খেলাধুলাও করতে পারে না। ফলে তারা অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে।

(৫) আর্থিক অসচ্ছলতা ঃ অপরাধপ্রবণতার জন্য দারিদ্র্য অনেকাংশে দায়ী। দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত পরিবারে কিশোর-কিশোরীরা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না। ফলে তাদের মাঝে অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং তারা ধীরে ধীরে অপরাধজগতে প্রবেশ করে। দারিদ্র্যের কারণে কখনো কখনো কিশোরীরা পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। আবার কিশোররা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

(৬) রাজনৈতিক কারণ ঃ তৃতীয় বিশ্বে রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সর্বাধিক অপরাধ সংঘটিত হয়। রাজনৈতিক দল তাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তির কারণে তারা ভালো ক্যারিয়ার গড়তে না পারায় বেকার জীবনযাপনে বাধ্য হয়। কখনো বন্ধু-বান্ধবের খপ্পরে পড়ে আবার কখনো বাধ্য হয়ে তারা অপরাধজগতে ঢুকে পড়ে। এভাবে তারা নিজেরা যেমন অভিশপ্ত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তদ্রূপ সমাজের জন্যও বড় ধরনের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় (ভূঁইয়া, ২০০৯:১০৪)।

ড. পঞ্চানন ঘোষাল নিম্নবর্ণিত কারণগুলোকে কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে দায়ী করেন-

(ক) মানসিক সংঘাত; (খ) অসৎসঙ্গ; (সঃ) দুঃসাহসিকতা; (ঘ) এ্যাডভাঞ্চার প্রিয়তা; (ঙ) অত্যধিক ছায়াছবি প্রিয়তা; (চ) বিদ্যালয় সমস্যা; (ছ) অপছন্দনীয় কর্মস্থল; (জ) সঠিক বয়সে স্কুলে ভর্তি না হওয়া; (ঝ) পিতামাতার কলহ-বিবাদ; (ঞ) পিতা অথবা মাতার পুনঃবিবাহ; (ট) পিতামাতার দুর্ব্যবহার; (ঠ) বিবাহ-বিচ্ছেদ; (ড) উন্মাদ পিতামাতা; (ঢ) মাদকাসক্তি; (ণ) খারাপ পরিবেশ (ঘোষাল, ১৯৯৯:১২২)।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায়

কৈশোরকাল অনেকটা স্বাপ্নিক ও কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে থাকে। এসময় কিশোর-কিশোরীরা নিজে জানতে চায় এবং অপরকে জানাতেও চায়। এতে হোঁচট খেলে তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। এ অপরাধ প্রতিরোধ একান্তভাবে প্রত্যাশিত। দেশ ও আইনভেদে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায় অভিন্ন নাও হতে পারে। তবে একটি বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। আর তা হলো-কিশোর-কিশোরীদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা উচিত যাতে কিশোর অপরাধের মূল কারণগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে না পারে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সমষ্টিকে কিশোর-কিশোরীদের সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এবার দেখা যাক কীভাবে কিশোরদেরকে অপরাধ থেকে রক্ষা করা যায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

কিশোর-কিশোরীরা দিনের একটি বিরাট অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচারণ, দৃষ্টিভঙ্গি, সিলেবাস-ক্যারিকুলাম ইত্যাদি কিশোর-কিশোরীদের মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও কিশোরদের মানস গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সর্বাগ্রে শিক্ষকদের আদর্শবান হতে হবে। এর ফলে কিশোর-কিশোরীরা নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হবে। বর্তমানে কিশোররা যে বিপথগামী হচ্ছে তার মূলে রয়েছে নৈতিক শিক্ষার অনুশীলনের অভাব এবং কিছু সংখ্যক শিক্ষকের অনৈতিক কর্মকাণ্ড। সুতরাং কিশোরদেরকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।

টিনএজ অপরাধ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মনোজগতে যে পরিবর্তন সূচিত হয় সেবিষয়ে অভিভাবকদের মনোযোগ দিতে হবে, যাতে তারা অপরাধ জগতে প্রবেশের সুযোগ করে নিতে না পারে।

ধর্মীয় সংস্কৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে

মানুষের যেমন দেহ সত্তা আছে তদ্রূপ তার মনন সত্তাও রয়েছে। এ মননসত্তার বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। আর ধর্ম সেই কাজই করে। পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে যেসব ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায় এবং যত ধর্মগুরু এসেছেন তাঁরা সবাই সত্যের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিপক্ষে আপসহীন ছিলেন। প্রতিটি ধর্ম-দর্শনই তার অনুসারীদেরকে সৎপথে চলার,সুন্দরভাবে বাঁচার ও মানবকল্যাণে কাজ করার শিক্ষা দেয়। সুতরাং শৈশব থেকে নিজ নিজ ধর্ম চর্চার মাধ্যমে শিশু,কিশোর,যুবক ও বৃদ্ধ এককথায় সকল মানুষকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কিশোরদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পুলিশ প্রশাসন কিশোরদের জন্য বিভিন্ন কল্যণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। ফলে পুলিশের প্রতি তাদের মনোভাব সহানুভূতিশীল ও হৃদ্যতাপূর্ণ হবে। এর ফলে তারা অপরাধ জগত থেকে নিজেদের রক্ষা করার সুযোগ পাবে (সাদেক, ১৯৮৯:১২৫)।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. পঞ্চানন ঘোষাল কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে পরিবারের দায়িত্বের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। নিম্নে তাঁর প্রস্তাবগুলো উল্লেখ করা হলো-

(ক) গ্রহণীয় ঃ শিশু-কিশোরদের বুঝতে দিতে হবে যে, তারা পিতামাতার পছন্দমত পথে চলে বিধায় তারা তাদের ভালোবাসেন তা নয়। বরং পিতামাতার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করলেও তারা তাদের ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন।

(খ) নিয়ন্ত্রণ ঃ কিশোরদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তাদের কার্যকলাপ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখে এবং সীমার বহির্ভূত কাজ করলে যে তা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে তা বুঝতে সক্ষম হয়।

(সঃ) বোধনীয় ঃ কিশোরদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মান সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদেরকে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দের প্রভেদ বুঝতে দিতে হবে।

(ঘ) সাহায্য ঃ পিতামাতাকে প্রত্যেক কিশোরের আস্থাভাজন হতে হবে। সন্তানরা যাতে নিজের ও অপরের কল্যাণ সাধন করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্য করতে হবে।

(ঙ) বিশ্বাস ঃ কাকে বিশ্বাস করা উচিত এবং কাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, সেবিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

(চ) প্রশংসা ঃ কিশোরদের প্রতিটি প্রশংসনীয় কাজের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি দিতে হবে।

(ছ) নিরাপত্তা ঃ কিশোররা যেন উপলব্ধি করে যে, তাদের ঘর তাদের জন্য সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

(জ) সুরক্ষা ঃ কিশোররা যেন বিশ্বাস করে যে, তাদের পিতামাতা তাদের সকল ক্ষেত্রে সুরক্ষা দিবেন।

শিশু-কিশোরদের সরল ভাষায় বোঝাতে হবে। তারা অনুকরণপ্রিয়। এজন্য তারা খারাপ পরিবেশ ও ভালো পরিবেশ দ্বারা খুব সহজেই প্রভাবিত হয়। কাজেই সর্ব ধরনের অপরাধ মূলক কাজ থেকে তাদের সরিয়ে রাখতে হবে।

(ঝ) স্বাধীনতা ঃ একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে কিশোরদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং অপরিহার্য না হলে তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নয় (সাদেক, ১৯৮৯:৩৭৩-৩৭৫)।

উল্লেখ্য, এ প্রবন্ধে এটা বলা হচ্ছে না যে, কিশোর-কিশোরীদের সব ইচ্ছা ও আবদার যাচাই-বাছাই না করে বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে। আমাদের উচিত তাদেরকে নিয়মিত সময় ও সাহচর্য দেওয়া। ব্যস্ততার অজুহাতে তাদেরকে পিতৃ ও মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত করা কোনভাবে সমীচীন নয়। পিতামাতা যদি সন্তান প্রতিপালনে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন তবে কিশোর সমাজ ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে রক্ষা পাবে। তাই যে কোন মূল্যে পিতামাতাকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উপায়

কিশোররা মূলত কাদামাটির সাথে তুলনীয়। একজন শিল্পী কাঁদামাটিকে যেভাবে রূপ দিতে চান সেভাবেই গড়ে তুলতে পারেন। পিতামাতাও তাদের সন্তানদেরকে যেভাবে গড়ে তুলতে চান কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সেভাবেই তাদের গড়ে তোলা সম্ভব। এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যারা বয়সে বড় তাদের। পরিবারের সদস্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক হতে হবে হৃদ্যতাপূর্ণ। পিতামাতা তাদের ভবিষ্যত স্বপ্ন সম্পর্কে জানবেন এবং তাদেরকে সুচিন্তিত মতামত দিবেন। তাদের অমতে কিছু চাপিয়ে না দিয়ে বরং তারা তাদের বুঝিয়ে মতামত দিবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, তারা মহান আল্লাহর নিয়ামত। মহান আল্লাহ বলেন,

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবে উৎকৃষ্ট" (আল-কুরআন, ১৮:৪৬)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قُوۤاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ-

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর; যাতে নিয়োজিত আছেন নির্মমহৃদয় ফেরেশতাগণ, আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন তা তারা অমান্য করেন না। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হন তাই করেন" (আল-কুরআন, ৬৬:৬)

পিতামাতা সন্তান প্রতিপালনে অবহেলা করলে তাদেরকে আখিরাতে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

"হে আমাদের প্রতিপালক! যে সব জিন ও মানুষ আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দাও, আমরা উভয়কে পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়" (আল-কুরআন, ৪১:২৯)।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"প্রতিটি শিশু ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান অথবা অগ্নি উপাসক বানায়"(বুখারী, ২০০০ : ১৩৫৮)।

তিনি আরো বলেছেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

"পিতা তার সন্তানকে যা দান করে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে নৈতিক আচরণ" (তিরমিযী, ২০০০:১৯৪৮)।

এজন্য পরিবারকে বলা হয় মানবজীবনের প্রধান বুনিয়াদ। বিশিষ্ট জার্মান শিক্ষাবিদ Friedrick Forbel এর একটি উপদেশ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

"হে শিশুর পিতা! শিশুর প্রতি কঠোর হয়ো না। তাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নবাণে অস্থিরতা প্রকাশ করো না। প্রতিটি কঠোর শব্দের আঘাতে তার জীবনের ফুলের পাঁপড়িগুলো নষ্ট করে দেয়, জীবনতরুর শাখা বিনষ্ট করে দেয়" (ভূঁইয়া, ২০০৯:১১৪)।

আলী (রাঃ) বলেন, "পিতার ওপর পুত্রের যেরূপ অধিকার রয়েছে, পুত্রের ওপরও পিতার তেমন অধিকার রয়েছে। পিতার অধিকার হলো, পুত্র শুধু আল্লাহকে অমান্য করার আদেশ ব্যতীত তার সকল আদেশ মেনে চলবে। আর পুত্রের অধিকার হলো, পিতা তার একটি সুন্দর নাম রাখবেন, তাকে উত্তম প্রশিক্ষণ দিবেন এবং কুরআন শেখাবেন" (আলী, ২০০০:১১৭)।

বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ পিতামাতাকে সন্তানের ব্যাপারে আক্ষেপ করতে শোনা যায়। কিন্তু এর মূলে কী কারণ নিহিত রয়েছে সেব্যাপারে তারা খতিয়ে দেখা খুব একটা জরুরি মনে করেন না। সন্তানকে অনৈতিকতার ছোবল থেকে রক্ষার লক্ষে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারেন। যেমন -

(ক) পারিবারিক বৈঠক

পরিবারের সদস্যগণ আমাদের সবচেয়ে আপন। তাদেরকে সত্যিকারার্থে মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সময় দিতে হবে। আর সেলক্ষ্যে সপ্তাহে কম পক্ষে একদিন তাদের নিয়ে বসা যেতে পারে। আমরা অনেকে হয়ত বাইরে অপর কারো সন্তানকে মানুষ রূপে গড়ে তোলার লক্ষে সময় দেই ঠিকই কিন্তু নিজ পরিবারে সময় দেই না। এটা আত্মঘাতি কাজ। অথচ মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

"তোমার নিকট আত্নীয়-স্বজনকে সতর্ক করো" (আল-কুরআন, ২৬:২১৪)।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ

"হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে থাক, পরে তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে" (আল-কুরআন, ৮৪: ৬)।

এর ফলে সন্তানের সমস্যা সম্পর্কে জেনে সমাধান দেওয়া সম্ভব হবে এবং তারা যাতে অপরাধ জগতে প্রবেশ করতে না পারে তা নিয়ন্ত্রণ করা অনেকাংশে সম্ভব হবে।

(খ) একাডেমিক ও অন্যান্য পড়ালেখা

সন্তান সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে উঠুক এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের। কিন্তু আমরা কি লক্ষ্য করি আমাদের সন্তানরা পাঠ্য বই পড়ার সাথে সাথে আর কি কি বই পড়ে? তাদের পড়ার টেবিলে কি ইসলামী বই-পুস্তক আছে? সন্তানকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কুরআন-হাদীস পড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এব্যাপারে অবহেলা আত্মঘাতি কাজ। কুরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে-

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ .

"পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন" (আল-কুরআন, ৯৬:১)।

এ আয়াতে আমাদের সিলেবাস বলে দেওয়া হয়েছে। এ সিলেবাস অধ্যয়নের মাঝে নিহিত রয়েছে আমাদের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসভুক্ত বইয়ের সাথে নৈতিক শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(সঃ) ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু ডিভাইজের যথেচ্ছা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং পরিবারের সকল সদস্যকে সর্বপ্রকার অশ্লীলতা বর্জন করতে হবে। অনেক পিতামাতা গিফ্ট হিসেবে কিশোরদের হাতে দামি মোবাইল তুলে দেন। তারা কি লক্ষ্য রাখেন যে, কিশোররা এগুলো দিয়ে সত্যিই কি পড়ালেখার সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করে, না নিজেদের ধ্বংস করে দিচ্ছে ? এসকল ডিভাইজে যেসব অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হয় তা দেখে সহসা কিশোররা অপরাধ জগতে ঢুকে পড়ে। এব্যাপারে পিতামাতাকে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় ভূমিকা পালন করতে হবে। নতুবা তাদের অপরাধ জগত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

(ঘ) ইসলামী অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ

আমাদের দেশে ইসলাম সম্পর্কে জানার যেসব মাধ্যম আছে তন্মধ্যে দ্বীনি প্রোগ্রামসমূহ অন্যতম। পিতা তার কিশোর সন্তানকে তাতে নিয়ে যেতে পারেন এবং নিয়ে যেতে পারেন তার স্ত্রী ও কন্যা সন্তানকেও। এতে তাদের নৈতিকতার ভিত মযবুত হবে এবং তারা নিজেদেরকে সর্ববিধ অপরাধ থেকে বিরত থাকার অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

(ঙ) মৌলিক ইবাদতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া

অনেক পিতামাতা সন্তান এখনো ছোট, এ ধরনের আত্মঘাতি কথা বলে কিশোরদের দীন শিক্ষা ও মৌলিক ইবাদতের ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চান না। কিন্তু এরাই যখন বেড়ে ওঠে,তারা উক্ত ইবাদত পরিপালন থেকে দূরে থাক, তারা কখনো কখনো মনের অজান্তে এসব ইবাদতের ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ কিশোর সন্তানই এক সময় অপরাধ জগতে ঢুকে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

(চ) সন্তানের বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন

আমাদের স্কুল-কলেজ ও মাদরাসাগামী ছেলে- মেয়েদের বন্ধু-বান্ধব কারা-আমরা কি কখনো তার খবর নিই? তারা কি চরিত্রহারা, না উন্নত চরিত্রের কেউ? বর্তমান সময় আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, কোন কোন সহপাঠী অপর সহপাঠীর জীবনের জন্য কত ভয়াবহ হতে পারে। কাজেই সন্তানের বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে অভিভাবকদের খোঁজ-খবর রাখতে হবে। এব্যাপারে আমাদের অসচেতনতা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ-

"বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, কেবল মুত্তাকীরা ব্যতীত" (আল-কুরআন, ৪৩:৬৭)।

নবী (সঃ) বলেছেন,

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

"মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব-চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে" (তিরমিযী, ২০০০: ১৮৯০)।

নবী (সঃ) আরো বলেছেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

"সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হলো সুগন্ধি বিক্রেতা ও কামারের মত। সুগন্ধি বহনকারী হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কিনবে অথবা তার থেকে সুগন্ধ পাবে। পক্ষান্তরে কামারের হাঁপরের ফুলকি হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে অথবা সেখান থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে" (বুখারী, ২০০০ : ৪৭৬)।

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে একাকী চলতে পারে না। তাকে কারো না কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বসবাস করতে হয়। তবে বন্ধুত্ব স্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। কোন অবস্থায় দুষ্ট লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা নবী (সঃ) বলেছেন,

الْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ .

"নেককার বন্ধুর সাহচর্য একাকীত্বের চেয়ে ভালো। আর বদকার বন্ধুর সাহচর্যের চেয়ে একাকী থাকা ভালো" (ইবনে আবূ শায়বা, ২০০৮: ৩৫৯৫৬)।

(ছ) উপার্জন

পিতামাতা হালাল উপার্জন করবেন, কোন অবস্থায় হারাম উপার্জন করবেন না এবং উপার্জনে হালাল-হারামের বিষয় সম্পর্কে পরিবারের সকলকে সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন। কারণ রিযিক হারাম হলে ইবাদত কবুল হয় না। আর যাদের ইবাদত কবুল হয় না তাদের ঔরসে সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে না। মহান আল্লাহ হালাল রিযকের ব্যাপারে বলেন,

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيۤ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ-

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে ভক্ষণ করো এবং ভয় করো আল্লাহকে, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ" (আল-কুরআন, ৫: ৮৭-৮৮)।

উপরোক্ত আয়াতে উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা হালাল বস্তু ও হালাল উপায়ে অর্জিত উপার্জনকে বুঝানো হয়েছে। আর যারা হারাম উপায়ে উপার্জন করে তাদের সীমালঙ্ঘনকারী বলা হয়েছে।

মোটকথা পিতামাতা যদি সন্তানকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তুলতে চান, তবে সকল শিক্ষা প্রদানের পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর নবী (সঃ) প্রদত্ত শিক্ষায় পরিপুষ্ট করে তুলতে হবে এবং তাদের পেছনে সময় দিতে হবে। এ শিক্ষা ছাড়া সন্তানকে অপরাধমুক্ত রাখা কোনোভাবে সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে পিতামাতাগণ সূরা লুকমানে বর্ণিত ১৩-১৯ আয়াত অনুসরণে নিজ নিজ সন্তানদের গড়ে তুলতে পারেন।

সুপারিশমালা

১. পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন ঃ বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ অবারিত রাখার কথা বলা হচ্ছে। সেলক্ষ্য অর্জনের জন্য পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

২. দারিদ্র্য দূরীকরণে সমন্বিত উদ্যোগ ঃ দারিদ্র্য মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনে পরিবার, সমাজ, অর্থনীতিবিদসহ জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. বিনোদন ঃ শরীর চর্চার লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশস্ত খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন। সেখানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল, বিজ্ঞানমেলা, বিতর্ক উৎসব, বইপাঠ, দেয়ালিকা প্রকাশ ইত্যাদি অনুষ্ঠাদি নিয়মিত হওয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি উদ্যোগে অধিক পরিমাণে শিশুপার্ক গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকায় পৃথক কিশোরপাতা প্রকাশ এবং প্রিন্টমিডিয়ায় নিয়মিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা যেতে পারে। এ ছাড়া জাতীয়ভাবে একটি দিনকে জাতীয় কিশোর দিবস ঘোষণা করা যেতে পারে।

৪. আদর্শবান শিক্ষক নিয়োগ ঃ শিক্ষক সমাজ জাতির বিবেক। তারা শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও চাহিদার নিরিখে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং অধিত বিষয়সমূহের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করেন। কাজেই শিক্ষক নিয়োগের সময় জ্ঞানের গভীরতা, প্রশিক্ষণ ও নৈতিক মানের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

৫. মূল্যবোধ ধারণ করা ঃ মূল্যবোধ ধারণ করার কাজ শুরু করতে হবে পরিবার থেকে। আর শিক্ষক তার আচার-আচরণ দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে তা গভীরভাবে গেঁথে দিবেন। কাজেই এ কাজের জন্য পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যৌথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. সময়দান ঃ পিতামাতা যত ব্যস্তই থাকুন ঘরে তাদের সময় দিতে হবে এবং ছেলে-মেয়ের কথা গুরুত্বের সাথে শোনতে হবে। তাদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেনো তারা বড়দের সহানুভূতি পায়। কথায় কথায় তাদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়া কাঙ্ক্ষিত নয়।

৭. কাউন্সিলিং ঃ বর্তমান সময়ে অধিকাংশ পিতামাতা বিশেষত তাদের টিনএজ সন্তানদের নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তার মাঝে দিন কাটান। এ সংকট কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে তারা মনোচিকিৎসকদের দ্বারা পরিচালিত কাউন্সিলিং সার্ভিসে কিশোরদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

৮. অধিক কিশোর সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠা ঃ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কিশোর সংশোধনাগারের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সংশোধনাগারগুলোতে আত্মিক, মানসিক ও নৈতিকমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এককথায় বলা যেতে পারে যে, কিশোর সংশোধনাগারগুলোকে কিশোর-বান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে।

৯. কিশোর আইন রিফর্ম সেল গঠন ঃ বয়সের নিরিখে কিশোরদের একটি একক আইনানুগ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। কিশোরদের জন্য প্রণীত আইনগুলোকে অধিকতর কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে বিচারপতি, অইনজীবী, শিক্ষক, মনোবিজ্ঞানী, পুলিশপ্রশাসন ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে কাজ করেন এমন সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ল' কমিশনের আওতায় ও আইন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় একটি কিশোর আইন রিফর্ম সেল গঠন করা যেতে পারে।

১০. আদর্শবান অভিভাবকবৃন্দ ঃ সমাজের সর্বস্তরের অভিভাবক ও বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে সর্বক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের সামনে নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। এ লক্ষ্যে তাদের কথা ও কাজের মাঝে পূর্ণ মিল থাকতে হবে।

১১. নিরাশ হতে না দেওয়া ঃ কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকে। এর ফাঁকে তাদের মাঝে নিরাশা বাসা বাঁধে। এ সময় তাদের সাহস জোগাতে হবে যেন তারা হতাশায় না ভোগে।

মনে রাখতে হবে, নিরাশ হওয়া ঈমানের পরিপন্থী কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

لاَ تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ-

"তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না" (আল-কুরআন, ৩৯:৫৩)।

১২. সমন্বিত উদ্যোগগ্রহণ ঃ কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে মাতাপিতা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষক, সরকার, সমাজকর্মী এককথায় সবাইকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে এবং সবাইকে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সহানুভূতিশীল হতে হবে।

১৩. রিযিক হালাল হওয়া ঃ ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হালাল রিযিক। কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায়, অনেক সম্ভ্রান্ত বংশ ও দ্বীনী পরিবারেও নেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে না। এর কারণ হিসেবে মুসলিম পণ্ডিতগণ উপার্জনে হালাল-হারাম যাচাই না করাকে দায়ী করেন। কাজেই পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দকে উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের বিষয়টির ব্যাপারে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

১৪. সন্তানের জন্য দুআ করা ঃ সন্তান-সন্ততি মহান আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের অন্যতম। কখনো কখনো সন্তান পিতামাতার সাথে অসদাচরণ করে। এর ফলে তারা মনে ভীষণভাবে কষ্ট পান এবং তাদের বদ দুআ করেন। কিন্তু পিতামাতাকে মনে রাখতে হবে, পিতামাতার বদ দুআ তাদের ইহ-পরকাল-উভয় জগত ধ্বংসের কারণ হতে পারে। বরং তাদের বদ দুআ না করে আল্লাহর কাছে খাঁটি অন্তরে দুআ করতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের দুআ করতে বলেছেন এ ভাষায়,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করো, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য বানাও" (আল-কুরআন, ২৭:৭৪)।

উপসংহার ঃ মহান আল্লাহ দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ফলে তারা কখনো ভালো কাজ করে আবার কখনো মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে বিশেষত কিশোর সমাজ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অপরাধ মূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। অপরাধ থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের সুকুমারবৃত্তিগুলো বিকশিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজচিন্তকগণ তাঁদের অভিমত দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে বহু আইন ও নীতি পাশ হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার শিশু-কিশোরদের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুনীতি **২০১১** ঘোষণা করে এবং তাদের উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করে। এসব উদ্যোগ কিছু ফল বয়ে আনলেও আশানুরূপ ফল অর্জিত হয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের ফিরে আসতে হবে ঐ মহান জীবনব্যবস্থার দিকে, যে জীবনব্যবস্থা দ্বারা বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অনৈতিকতার অতল গহীন থেকে তদানীন্তন কিশোর ও যুব সমাজকে তুলে এনে সোনার মানুষে পরিণত করেছিলেন। আর সেই মহান আদর্শ হচ্ছে মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলাম। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান বিশ্বে অপরাধের অতল গহবরে নিমজ্জিত কিশোর সমাজকে ইসলামী আদর্শ সত্যিকারভাবে অনুসরণ ও উপরে প্রদত্ত সুপারিশমালা কার্যকর করার মাধ্যমে অপরাধমুক্ত করা সম্ভব হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Md. Payar Ahmed & others, New Classical Oxford Advanced Learner’s Dictionary (English To Benggali and English), Dhaka: Anwara Library, 2010, P.7o4.

ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার, ঢাকাঃ ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৯৭, পৃ. ৯

রাইট ক্লাস্টার, শিশু অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ঢাকাঃ ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৮

ড. মোহাম্মদ সাদেক, অপরাধ ও সংশোধন, রাজশাহীঃ সমবায় বিপণী কেন্দ্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ১৯৮৯, পৃ. ৩১

ড. পঞ্চানন ঘোষাল, অপরাধ তত্ত্ব, কলিকাতাঃ বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লি., ১৯৯৯, পৃ. ১২২

Tappan Paul, Juvenile, New York: Mc Graw Hill Book Company, INC. 1949. P. 17

A.P. Cowie: Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English, Oxford University Press, 1989, P. 282.

Anwar Ahmed Qadri, Islamic Jurisprudence in the modern world, Newdelhi: Taj Company, 1986, P. 286-287.

ড. ইবরাহীম মাদকুর, আল-মু‘জাম আল-ওয়াসীত, আল-কাহেরাঃ মাকতাবা দারুস তুরাস, ১৯৭২, পৃ. ১৩৯

A.P. Cowier: Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English, Oxford University Press, 1989, P. 282.

আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-বসরী আল-বাগদাদী আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া ওয়াল বিলায়িতিদ দীনিয়া, মিশর : মুসতাফাআল-বাবআল-হালাভী, ১৯৭৩, পৃ. ২১৯

আবদুল কাদির আওদা, আত-তাশরিউল জিনাইল ইসলামী, আল-কাহেরাঃ মাকতাবা দারুস তুরাস, ২০০৩, খ.১, পৃ. ৬৬

আল-কুরআন, ৪:৩১, আল কুরআনুল কারীম, ইফা সম্পাদিত, ১৯৬৮

আল-কুরআন, ২৪:৫

আল্লামা সাদুদ্দীন মাসউদ আত-তাফতাজানী, শারহু আকীদাতিন নাসাফী, মিশর : দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৮২, পৃ. ১০৪

আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারা, আল-খাতা ফী নাযরিল ইসলাম, বৈরূত : দারুল ইলম লিল-মালাইন, ১৯৮৩,পৃ. ১২-১৩

আবদুল নাসেহ উলওয়ান, তারবীয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, বৈরূতঃ দারুস সালাম, ১৯৮১, খ.১, পৃ. ১৭১ আল-কুরআন, ১১: ১১৪

আবদুল কাদির আওদা, আত-তাশরিউল জিনাইল ইসলামী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৮০

প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

ড. মোহাম্মদ সাদেক, অপরাধ ও সংশোধন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

মোহাম্মদ আবদুস সালাম, অপরাধ, শাস্তি, সংশোধনমূলক প্রবেশন এবং মুক্তপ্রাপ্ত কয়েদীর সংশোধনমূলক কার্যক্রম, ঢাকাঃ আলীগড় লাইব্রেরি, ১৯৮৯, পৃ.১১৭

শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, বাংলাদেশে কিশোর অপরাধঃ কারণ ও প্রতিকার, সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন - ২০০৯, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃ. ১০৩

প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

ড. পঞ্চানন ঘোষাল, অপরাধ তত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

ড. মোহাম্মদ সাদেক, অপরাধ ও সংশোধন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩-৩৭৫

আল-কুরআন, ১৮: ৪৬

আল-কুরআন, ৬৬:৬

আল-কুরআন, ৪১: ২৯

মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল-খাতীব আত-তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবঃ আল-ঈমান বিল-কাদর, বৈরূতঃ আল-মাকতাবা আল-ইসলামী, ১৯৮৫, খ. ১, পৃ. ৩৩

ইমাম তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী, কিতাবুল বির ওয়াস-সিলাহ, বাবঃ মা জাআ ফী আদাবিল ওয়ালাদ, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০, পৃ. ১৯৪৮

শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, বাংলাদেশে কিশোর অপরাধঃ কারণ ও প্রতিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
আলী ইবন আবূ তালিব, নাহজুল বালাগা, ঢাকা: র‍্যামন পাবলিকেশন, ২০০০, পৃ. ১১৭
আল-কুরআন, ২৬: ২১৪
আল-কুরআন, ৮৪: ৬
আল-কুরআন, ৯৬: ১
আল-কুরআন, ৪৩: ৬৭
ইমাম তিরমিযী, জামিউত তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, বাবঃ আর-রাজুলু আলা দীনি খালিলিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯০
ইমাম বুখারী, সহীহুল বুখারী, কিতাবুয যাবাইহ ওয়াস সায়দ, বাবঃ আল-মিসক, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৪৭৬
আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবূ শায়বা, মুসান্নাফ ইবন আবূ শায়বা, আল-কাহেরা; রাতিব পাশা, ২০০৮, খ. ৭, পৃ. ১৪২
আল-কুরআন, ৫: ৮৭-৮৮
আল-কুরআন, ৩৯: ৫৩
আল-কুরআন, ২৫: ৭৪